কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার । ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭। ১৭ নভেম্বর ২০২০। ১ রবিউল সানি ১৪৪২

জয়িতায় জয়যাত্রা

শম্পা বিশ্বাস

১৭ নভেম্বর, ২০২০ ০০:০০ | পড়া যাবে ৩ মিনিটে

প্রিন্ট
Share

‘ছোটবেলা থেকেই মাকে দেখেছি সেলাই করতে। আমি পেছনে বসে মায়ের মেশিনের চাকাটি ঘুরিয়ে দিতাম। মা হয়তো জানতও না আমি পেছনে বসে কী করছি।’ কোমল স্বরে বলছিলেন শেরপুরের সন্তান জিম্মি আরা জেনী। মায়ের পেছনে বসে ঘোরানো চাকাটিই আজ ভাগ্য বদলে দিয়েছে জেনীর। রাজধানীর ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন’-এ ঘর সাজসজ্জার পণ্যের দোকানের উদ্যোক্তা তিনি।

জেনীর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এলো তাঁর সংগ্রামের কথা। ডিগ্রি পাস করে বিয়ে হয় জেনীর। পড়াশোনা আর হয়ে ওঠেনি। তবে স্বামীর অনুপ্রেরণায় সেলাই ছাড়েননি তিনি। আজ সেই সেলাইকর্মই তাঁর জীবনের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। জেনীর কথায়, ‘আমি কাজ জানতাম। কিন্তু আমার পণ্যগুলো কোথায় বিক্রি করব ও কিভাবে করব, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় একটি হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে তৎকালীন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী (বর্তমানে স্পিকার) আমার কাজগুলো খুব পছন্দ করলেন। পরে যখন ২০১১ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরু করে, তখন আমি আমার নামে একটি দোকান বরাদ্দ পেয়ে যাই জয়িতায়।’

উচ্ছ্বসিত জেনী জানালেন, তাঁর দোকানের পণ্য তালিকায় আছে বিছানার চাদর, পর্দা, কুশন, লেপ-তোশক ও সোফার কাভার অর্থাৎ হোম ডেকর বা ঘর সাজসজ্জার পণ্য। বিক্রিবাট্টা কেমন জানতে চাইলে বললেন, বিক্রি আশানুরূপ। আমার ব্যবসাটি এখন অনেক বড় হয়েছে। জয়িতা আমার চোখ খুলে দিয়েছে, আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার অধীন এখন ১৫ জন নারী কাজ করেন।

জিম্মি আরা জেনীর মতো অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চাওয়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর যাত্রা শুরু করেছিল জয়িতা ফাউন্ডেশন। গতকাল এই নারীবান্ধব প্রতিষ্ঠানটি ১০ বছরে পা দিয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের শুরুর গল্পটি এমন—২০১১ সালে ‘জয়িতা কর্মসূচি’র পথচলা শুরু মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে। তিন বছর মেয়াদি এ কর্মসূচি সফলতার মুখ দেখে।

বর্তমানে জয়িতার সঙ্গে তিন হাজার ২০০-এর মতো নারী উদ্যোক্তা সরাসরি যুক্ত। এখানে নারীরা ৯৩টি সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা করেন। প্রতিটি সমিতিতে ৩৫ জন করে সদস্য উদ্যোক্তা হিসেবে থাকেন।

কথা হলো জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচালক-১ মাসুদা খাতুনের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলছিলেন, ‘আসলে নারীরা স্বাবলম্বী হতে চায়, কাজও শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন সময় নানা কারণে বেশির ভাগ নারীই ব্যবসাটিকে দাঁড় করাতে পারে না। অনেক ঝামেলা বা বাধার সম্মুখীন হয় তারা। এ কারণেই বর্তমান সরকার ২০১১ সালে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের শামিল করার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই হলো এর উদ্দেশ্য। জয়িতা আসলে নিজে ব্যবসা করে না, এটা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। তবে কখনো কখনো জয়িতা তার উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে সহায়তা করে। এ ছাড়া করোনার সময় বিক্রি বন্ধ থাকায় প্রত্যেক নারীকে দুই হাজার করে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সময়
সম্পাদকীয়
সরাসরি
প্রতিদিন রাত ১০টায়
দেখার আমন্ত্রণ সময়

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডিতে জয়িতা বিপণন কেন্দ্রে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা। ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, মূলধন যোগাতে সহযোগিতা, জয়িতার পণ্যের বৈচিত্র ও মান উন্নয়নে নানা সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান। আলোচনা সভা শেষে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শুভ জন্মদিন রুনা লায়লা : পৃষ্ঠা ৫

মঙ্গলবার ১৭ নভেম্বর ২০২০ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১১ সংখ্যা ৭৭ | ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ | ১ রবিউস সানি ১৪৪২ | www.alokitobangladesh.com | thealokitobangladesh | ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাস বন্ধে সোচ্চার নারী সমাজ

বললেন প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা

জামায়াত-বিএনপি ১৪ বছর ক্ষমতা হারিয়ে জনশূন্য, কর্মীশূন্য, রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পূর্বের মতো আবারও অগ্নিসন্ত্রাসে মেতে উঠেছে। তারা চলন্তবাসে জলন্ত আগুনে জীবন্ত, ঘুমন্ত মা-বোন ও শিশুসহ মানুষ হত্যা করেছিল। এবারও তারা একই অগ্নিসন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বিএনপি-জামাতকে সতর্ক করে তিনি বলেন, অগ্নিসংযোগ এবং অগ্নিসন্ত্রাসী বন্ধ করেন। তা না হলে অগ্নিসন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য বাংলার নারী সমাজ সোচ্চার আছে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা গতকাল সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যম জয়িতা ফাউন্ডেশনের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ (অতিরিক্ত সচিব) ওয়াহিদা আক্তার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কায় বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে গতকাল সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশনের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা